



106503 - সান্ত্বনা দানরে বধিবিধান

প্রশ্ন

সান্ত্বনা দয়া বলতে কি বুঝায়? এর পদ্ধতিগুলো কী কী? এর সময় কখন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সান্ত্বনা দয়া মানতে: বপিদগ্রস্তকে প্রবোধে দয়া ও বপিদ মোকাবেলায় তার শক্তি সঞ্চার করা।

বপিদগ্রস্ত: প্রত্যকে এমন ব্যক্তি যিনি কোন বপিদে আক্রান্ত; চাই প্রয়জন হারানো হোক, নকিটাত্মীয়কে হারানো হোক, কথিবা সম্পদ হারানো হোক। মৃতব্যক্তির পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা প্রতবিশী সকলকে সান্ত্বনা দয়া যায়।

সান্ত্বনা দয়া যায় এমন কছির মাধ্যমে যাতে বপিদগ্রস্তের জন্য প্রবোধে রয়েছে, তার দুঃখের লাঘব রয়েছে। সান্ত্বনা দয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। যখন তাঁর কোন এক ময়ে তার ছলে মৃত্যুর খবর জানিয়ে তাঁকে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি বলছিলেন: তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বল: আল্লাহ যা নিয়েছেন তা আমার অধিকার তাঁর; আর যা দিয়েছেন তা আমার অধিকারও তাঁর। তাঁর কাছে সবকছির নরিদশিট আয়ু রয়েছে। তাকে ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াবপ্রাপ্তির নিয়ত করার নরিদশে দাও। [সহিহ বুখারী (১২০৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে: সান্ত্বনা দয়ার পদ্ধতি কী?

জবাবে তিনি বলেন: “সান্ত্বনা দয়ার সর্বোত্তম ভাষা যে ভাষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক ময়েকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যখন সে তার ছলে বাচ্চা বা ময়ে বাচ্চার মৃত্যুতে তাঁকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি সেই লোককে বললেন: তাকে ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াবের নিয়ত করার নরিদশে দাও। কারণ নশিচয় আল্লাহ যা নিয়েছেন তা আমার অধিকার তার এবং যা দিয়েছেন তা আমার অধিকারও তাঁর। আর তাঁর কাছে সবকছির একটা নরিদশিট আয়ু রয়েছে।

পক্ষান্তরে, মানুষের মাঝে যে কথাটি ব্যাপক মশহুর হয়ে পড়ছে: **عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكَ، وَعَفَّرَ اللَّهُ لِمَيِّتِكَ** (আল্লাহ আপনাদরে প্রতদিনকে মহান করুন, আপনাদরে ধৈর্যকে সুন্দর করুন এবং আপনাদরে মৃতব্যক্তিকে ক্ষমা করুন)। এটা কোন এক আলমেরে নরিবাচতি ভাষ্য। তবে সুন্নাতে যা উদ্ধৃত হয়েছে সেটাই উত্তম।” [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন



(১৭/৩৩৯)]

দাফনরে পর ও দাফনরে পূর্বে সান্ত্বনা দয়ো জায়যে। কটে যদি মৃতরে পরবারকে মৃতরে দাফন, গোসল কথিবা জানাযার নামাযরে পূর্বে সান্ত্বনা দয়ে এতে কোন অসুবধি নহে, এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাছলি হবে। আর যদি দাফনরে পর সান্ত্বনা দয়ে এতেও কোন অসুবধি নাই।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়ছেলি: সান্ত্বনা দয়োর সময় কখন?

জবাবে তিনি বলনে: “সান্ত্বনা দয়োর সময় মৃতব্যক্তরি মৃত্যুর পর কথিবা বপিদটি ঘটীর পর থেকে বপিদটি ভুলে যাওয়া পর্যন্ত এবং বপিদগ্রস্তরে মন থেকে মুছে যাওয়া পর্যন্ত; যদি বপিদটি মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন বপিদ হয়। কেননা সান্ত্বনা দ্বারা উদ্দেশ্য শুভেছাজ্জ্ঞাপন বা অভবাদন নয়। বরং উদ্দেশ্য হছে বপিদগ্রস্তকে বপিদটি মোকাবলিয় ও সওয়াবরে নয়িত করার শক্ত যোগানো।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৭/২৪০)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞে।